২. "সে মঙ্গল রুপিনী জগদ্ধাত্রীর মত দশ হাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী পথিককে জল যোগাচ্ছে "
এই উক্তিটি কার ?' সে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জলসত্র' গল্পে উল্লিখিত উক্তিটি মাধব শিরোমণি মহাশয়ের স্বগতোক্তি ।
এখানে সে বলতে তারাচাঁদের বোন যার বয়স মাধব শিরোমণি মহাশয়ের মেয়ে উমার মতো যে কিনা জল কষ্টে তৃষ্ণায় সেই বটতলায় প্রাণ ত্যাগ করেছিল তাকে বোঝানো হয়েছে।
জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গার অপর রূপ উপনিষদে তার নাম উমা , হৈমবতী ।কার্তিক মাসে শুক্লা নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী দেবীর বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় দেবী ত্রিনয়না চতুর্ভূজা ও সিংহবাহিনী। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল থেকেই বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পুজো জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এখানে দেবীকে স্মরণ করে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে দেবীরূপে কল্পনা করে মঙ্গল রূপিনী বলা হয়েছে। দেবী যেমন সকলের মঙ্গল করেন, পাপ হরণ করেন, কষ্ট লাঘব করেন সেই মেয়েটিও যেন দেবীরূপে মর্ত্যে এসে দশ হাত বাড়িয়ে সকল পিপাসার্ত পথিককে জল যোগাচ্ছে বছরের পর। জলের অভাবে কোন প্রাণ যেন হারিয়ে না যায় সেই দায়িত্ব সে পালন করে চলেছে।ধর্মের বেড়া ভেঙে,জাতপাতকে

দূরে সরিয়ে, হিন্দু,মুসলমান,কলু সদগোপ, সকল পথিকই জলপান করছে। কাজটা দেবীর পক্ষেই সম্ভব কোন মানবীর পক্ষে নয় তাই শিরোমনি মশায়ের মনে হয়েছে স্বর্গ থেকে দেবী নেমে এসে স্বহস্তে এই কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর মানুষের এহেন মঙ্গল সাধন একমাত্র দেবীরাই করতে পারেন । জগদ্ধাত্রীর চারটি হাত কিন্তু দেবী দুর্গার দশ হাতের সাথে মিলের ফলে দশটি হাত উল্লেখ করেছেন শিরোমনি মহাশয়। সেই হাতের স্পর্শেই শিরোমণি মশাই পেলেন নতুন জীবন, অন্ধকার কেটে গিয়ে জ্বলে উঠল আলো, পেলেন সঠিক পথের সন্ধান।